মেট্রোরেলের প্রথম যাত্রী প্রধানমন্ত্রী, চালকের আসনে আফিজা

স্বপ্ন থেকে স্পর্শের আঙ্গিনায় এখন মেট্রোরেল। চাইলেই ধরা যাবে। আজ উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে সেই কল্পনা বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ খুলে দেবেন কাঙ্ক্ষিত দুয়ার।

শুরুর আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে প্রধানমন্ত্রী নিজেই হবেন প্রথম যাত্রী। এদিন প্রথম টিকিট কেটে মেট্রোরেলে চড়ে উত্তরা দিয়াবাড়ী থেকে আগারগাঁও আসবেন প্রধানমন্ত্রী। ওই ট্রেনের চালক হিসেবে থাকবেন মরিয়ম আফিজা।

ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এম এ এন সিদ্দিক এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, মেট্রোরেল চালানোর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক চালক নিয়োগ করা হয়েছে। যাদের মধ্যে পাঁচ-ছয়জন নারী চালকও আছেন। এরই মধ্যে আমরা চালকদের প্রশিক্ষণ শেষ করেছি।

উদ্বোধন কেন্দ্র করে দিয়াবাড়ী থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত পুরো এলাকা ঢেকে ফেলা হয়েছে নিরাপত্তা চাদরে।

জানা গেছে, ঢাকার যানজট নিরসনে মেট্রোরেল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। সে লক্ষ্যে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) গঠন করা হয়। এই কোম্পানির মাধ্যমে প্রথম প্রকল্প হিসাবে নেওয়া হয় ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট লাইন-৬।

যা এমআরটি-৬ নামে পরিচিত। প্রকল্পটি উত্তরার দিয়াবাড়ী থেকে কমলাপুর পর্যন্ত। এই প্রকল্পের দৈর্ঘ্য ২১ দশমিক ২৬ কিলোমিটার। আজ উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশের উদ্বোধন।

এই অংশের দৈর্ঘ্য ১১ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার। ১০ মিনিট অন্তর চলবে এই ট্রেন। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত কোনো স্টেশনে না থেমে পৌঁছাতে সময় লাগবে ১০ মিনিট এবং স্টেশনগুলোতে থেমে থেমে

পৌঁছাতে সময় লাগবে ১৭ মিনিট।

প্রাথমিক পর্যায়ে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলবে। ট্রেনে নারীদের জন্য আলাদা কোচের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের চলাচলের জন্য স্কেলেটর, লিফটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কেউ অসুস্থ হলে সেখান প্রাথমিক চিকিৎসাও দেওয়া যাবে।

সূত্র: যুগান্তর

২০২২: সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিষাদ!

আর মাত্রয় কয়েকদিন। আসবে নতুন বছর ২০২১। বিদায়ের দ্বারপ্রান্তে ২০২২। বিনোদন জগতের জন্য এ বছরটি ছিল বেশ ঘটনাবহুল। বছরজুড়ে স্টারদের বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর ঘটনা শিরোনামে উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে ২০২২ সাল ছিলো বিষাদের। এবছর দেশের কয়েকজন অভিনেতা- অভিনেত্রীকে হারিয়েছে দেশে।

মাসুম আজিজ
ক্যানসারের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে হার্টের সমস্যায়ও ভুগছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনয়শিল্পী, নাট্যকার মাসুম আজিজ। অবশেষে ১৭ অক্টোবর বিকেলে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ১৮ অক্টোবর বেলা ১১টার দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া এই অভিনেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তাকে পাবনার ফরিদপুর উপজেলার নিজ বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানেই মায়ের পাশে মাসুম আজিজের দাফন সম্পন্ন হয়।

গাজী মাজহারুল আনোয়ার
গীতিকার, চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক গাজী মাজহারুল আনোয়ার ৪ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৬টায় মারা গেছেন। এদিন সকাল ১০টায় তার মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হয়। সেখানে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। দুপুরে দিকে শ্রদ্ধা জানাতে

মরদেহ নেওয়া হয় এফডিসিতে। সেখানে তাকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানান তার সহকর্মী ও প্রিয় মানুষেরা। এরপর গুলশানের আজাদ মসজিদে জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। পরদিন সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে রাজধানীর বনানীতে তার দাফন সম্পন্ন হয়।

গাজী মাজহারুল আনোয়ার দীর্ঘ ছয় দশক ধরে বেতার, টেলিভিশন ও সিনেমাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রায় ২০ হাজারের বেশি গান রচনা করেছেন। গীতিকবিতায় অবদান রাখার জন্য ২০০২ সালে একুশে পদক লাভ করেন তিনি। এছাড়া পাঁচবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন অসংখ্য কালজয়ী গানের এই গীতিকার। তার লেখা উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে ‘গানেরই খাতায় স্বরলিপি লিখে’, ‘আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল’, ‘শুধু গান গেয়ে পরিচয়’, ‘ও পাখি তোর যন্ত্রণা’, ‘ইশারায় শীষ দিয়ে’, ‘চোখের নজর এমনি কইরা’, ‘এই মন তোমাকে দিলাম’, ‘চলে আমার সাইকেল হাওয়ার বেগে’। এছাড়া তার লেখা কালজয়ী গানগুলো হলো ‘জয় বাংলা, বাংলার জয়’, ‘আছেন আমার মোক্তার আছেন আমার ব্যারিস্টার’, ‘একতারা তুই দেশের কথা বল রে এবার বল’, ‘একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়’ প্রভৃতি।

আলম খান
বাংলা গানের কিংবদন্তি সুরকার ও সংগীত পরিচালক আলম খান চলে গেছেন ৮ জুলাই বেলা ১১টায়। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি অসংখ্য কালজয়ী গান সৃষ্টি করেছেন। তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন। আলম খান তার ক্যারিয়ারে ছয়বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে পাঁচবার পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসেবে এবং একবার শ্রেষ্ঠ সুরকার হিসেবে।

আলম খানের গান সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ‘হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস দম ফুরাইলে ঠুস’, ‘আমি রজনীগন্ধা ফুলের মতো গন্ধ বিলিয়ে যাই’, ‘ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে’, ‘কি জাদু করিলা পিরিতি শিখাইলা’, ‘তুমি যেখানে আমি সেখানে’, ‘সবাই তো ভালবাসা চায়’, ‘ভালবেসে গেলাম শুধু’, ‘চাঁদের সাথে আমি দেবো না তোমার তুলনা’, ‘আমি একদিন তোমায় না দেখিলে’, ‘তেল গেলে ফুরাইয়া’, ‘আমি তোমার বধূ তুমি আমার স্বামী’, ‘জীবনের গল্প বাকি আছে অল্প’, ‘মনে বড় আশা ছিল’, ‘সাথীরে যেও না কখনো দূরে’, ‘বেলি ফুলের মালা পরে’, ‘কাল তো ছিলাম ভাল’, ‘চুমকি চলেছে একা পথে’, ‘ভালবাসিয়া গেলাম ফাঁসিয়া’, ‘তুমি কি এখন আমারই কথা ভাবছো’, ‘আকাশেতে লক্ষ তারা চাঁদ কিন্তু একটাইরে’ ইত্যাদি।

শর্মিলী আহমেদ
৮ জুলাই সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে না ফেরার দেশে চলে যান ঢাকাই সিনেমার বরেণ্য অভিনেত্রী শর্মিলী আহমেদ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। মঞ্চ, টিভি ধারবাহিক, খণ্ড নাটক ও চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় এই অভিনেত্রীর অভিনয় জীবন শুরু হয় মাত্র চার বছর বয়স থেকে। সেই থেকে প্রায় চারশোটি নাটক ও দেড়শোটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয় জীবনে মঞ্চ, টিভি ও চলচ্চিত্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। সাবলীল অভিনয়ের মাধ্যমে সহজেই জিতে নিয়েছেন দর্শকের মন।

কে জি মোস্তফা
৮ মে রাত ৮টার দিকে আজিমপুরে নিজ বাসায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন গীতিকার ও সাংবাদিক কে জি মুস্তাফা। ৯ মে বাদ জোহর কে জি মোস্তফার মরদেহ জাতীয় প্রেস ক্লাবে নেওয়া হয়। সেখানে জানাজা শেষে আজিমপুর কবরস্থানে তার দাফন করা হয়। ১৯৬০ সাল থেকে চলচ্চিত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনে তার লেখা প্রচুর গান প্রচারিত হয়। হাজার গানের গীতিকার কে জি মুস্তাফার সিনেমার গানগুলোর জন্যও জনপ্রিয়।

আজিজুর রহমান
১৫ মার্চ ১১টা ৫৫ মিনিটে কানাডার টরন্টোর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মারা যান বর্ষীয়ান চলচ্চিত্র নির্মাতা আজিজুর রহমান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৮১ বছর। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি শ্বাসকষ্ট ও বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। শেষ এক বছর কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়া চলতে পারতেন না। ২০ মার্চ তার মরদেহ দেশে এসে পৌঁছায়। শহীদ মিনার, এফডিসিতে শ্রদ্ধা ও জানাজা শেষে ২১ মার্চ বগুড়ার সান্তাহারের কলসা গ্রামে মা আবেজান বেগমের কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন তিনি।

আজিজুর রহমান ৫৪টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘ছুটির ঘণ্টা’, ‘অশিক্ষিত’, ‘মাটির ঘর’, ‘জনতা এক্সপ্রেস’, ‘সাম্পানওয়ালা’, ‘ডাক্তার বাড়ি’, ‘গরমিল’ ও ‘সমাধান’ ইত্যাদি।

আকবর
ডায়াবেটিস ও কিডনি জটিলতায় ভুগে ১৩ নভেম্বর দুপুরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন কণ্ঠশিল্পী আকবর। ১৪ নভেম্বর দুপুর ২টার দিকে যশোর শহরতলীর সুজালপুরে

গ্রামের বাড়িতে মায়ের কবরের পাশে আকবরকে শায়িত করা হয়।

২০০৩ সালে যশোর এমএম কলেজের একটি অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন আকবর। সেই গান শুনে মুগ্ধ হয়ে বাগেরহাটের এক ব্যক্তি হানিফ সংকেতের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’তে চিঠি লিখে এই গায়কের কথা জানান। এরপর ‘ইত্যাদি’ কর্তৃপক্ষ আকবরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ওই বছর ‘ইত্যাদিতে’ কিশোর কুমারের ‘একদিন পাখি উড়ে’ গানটি আলোচনায় নিয়ে আসে আকবরকে। পরে প্রথম মৌলিক গান ‘তোমার হাতপাখার বাতাসে’ তুমুল জনপ্রিয়তা এনে দেয় আকবরকে।

রাইমা ইসলাম শিমু
১৭ জানুয়ারি সকাল ১০টার ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে অভিনেত্রী রাইমা ইসলাম শিমুর (৩৫) বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করা করে পুলিশ। প্রথমে তার হত্যার দায় চাপানো হয়েছিলো তৎকালীন শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খানের দিকে। পরী পুলিশ জানায়, পারিবারিক কলহের যেরে তিনি খুন হয়েছেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

দর্শনা বন্দর পরিদর্শনে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার মনোজ কুমার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট দিয়ে শিঘ্রই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার বাংলাদেশে নিযুক্ত মনোজ কুমার।

তিনি দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোষ্টে পৌছালে তাকে ফুলেল শুভাচ্ছা জানান উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা খাতুন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর, দর্শনা ইমিগ্রেশনের ইনচার্জ এসআই নাইম শেখ ও দর্শনা পৌর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম ও দর্শনা পৌর প্রবীন কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোশারফ হোসেন।

গেজেট আর স্বাধীনতা সড়কেই সীমাবদ্ধ মুজিবনগর স্থলবন্দর

১৯৯৬ থেকে ২০২২। মধ্যে চলে গেছে ২৭ বছর। এই ২৭ বছর বিভিন্ন বিভাগের চিঠি চালাচালি আর দুবার গেজেট প্রকাশেই মেহেরপুরের স্থলবন্দর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রয়েছে। ১৯৯৬ সালে মেহেরপুরের বুড়িপোতা এবং ২০২২ এ মুজিবনগর স্থলবন্দর হিসেবে গেজেট প্রকাশিত হয়।

মুজিবনগর স্থলবন্দরের গেজেট প্রকাশ হলেও অবকাঠামো নির্মাণ, জমি অধিগ্রহণ কোনটিই বাস্তবে রুপ পায়নি। ওপারে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয় জেলার চাপড়া থানাধীন হৃদয়পুরেও স্থলবন্ধর বাস্তবায়নে তেমন কোন অগ্রগতি নেই বলে জানা গেছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগরের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সড়কে মুজিবনগর স্থলবন্দর নির্মাণের গেজেট প্রকাশ করেছে এনবিআর। তার সময়ও ১০ মাস পেরিয়ে যাচ্ছে। এর আগে মুজিবনগর বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন মোড় থেকে ভারতের শুণ্য রেখা পর্যন্ত ৫০৪ মিটার সড়ক নির্মান সম্পন্ন হয়েছে। যে সড়কের নামকরণ করা হয়েছে ‘স্বাধীনতা সড়ক’। এছাড়া স্থলবন্দর বাস্তবায়নের যে অবকাঠামো, জমি অধিগ্রহণ তার কোনটিই এখন পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি।

স্বাধীনতা সূতিকাগার ঐতিহাসিক মুজিবনগরে বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শনে আসেন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, রাজনৈতিক শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এসেছেন ভারতীয় হাইকমিশনের রাজশাহী অঞ্চলের দূতাবাস প্রধানও। প্রতিবারই সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী ও উর্ধতন কর্মকর্তারা স্থলবন্দর বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়ে যান।

সম্প্রতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন, অচিরেই স্থল বন্দরের সকল কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন। এনিয়ে নতুন করে স্থলবন্দর আলোচনায় আসে।

জানা গেছে, ২০১৪ সালের ২৯ মার্চ মেহেরপুর স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরামের মুখপাত্র ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সদস্য এম এ এস ইমনের নেতৃত্বে মেহেরপুর শহরে চার কিলোমিটার দীর্ঘ মানববন্ধন করা হয়।

চলেছে। তাই দ্রুত এর বাস্তবায়ন দাবি করছি।

মেহেরপুর শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বলেন, স্থলবন্দরকে ঘিরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছে মেহেরপুরবাসী। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দুই দেশের মানুষের মেলবন্ধনও তৈরি হবে। কিন্তু প্রায় একবছর আগে গেজেট প্রকাশ হলেও দৃশ্যমান কোন উন্নয়ন এখনো দেখা যাচ্ছে না। সরকারের কাছে দাবী দ্রুত স্থলবন্দর বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মেহেরপুর স্থলবন্দর বাস্তবায়ন আন্দোলন ফোরামের মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সদস্য এম এ এস ইমন বলেন, স্থলবন্দরের অগ্রগতী গেজেট প্রকাশেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। স্থলবন্দর মেহেরপুরবাসীর দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা। আমরা দীর্ঘদিন ধরে স্থলবন্দর বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন করে আসছি। মেহেরপুরের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ আমাদের সেই আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষনা করেছেন। কিন্তু মেহেরপুরের কিছু শীর্ষ নেতা স্থলবন্দর নিয়ে আগ্রহ না দেখানোর কারণে এটা সেই সময়ে হয়েছিলো না। পরবর্তিতে ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিবনগরে এসে স্থলবন্দর বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন। এর পরে চলতি বছরে স্থলবন্দর নিয়ে গেজেট প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু অগ্রগতি নেই। এটার জন্য আমাদের আবারও আন্দোলনে নামতে হবে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, গেজেট প্রকাশের পর অফিসিয়ালি কোন অগ্রগতি হচ্ছে কিনা সেটা আমার জানা নেই। তবে যতটুকু জানি মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ চলছে। প্রশাসনিক ভাবে আমাদের কাছে কোন তথ্য আসলে জানতে পারবো।

তবে এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেনকে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

মুজিবনগর বৈদ্যনাথতলা স্থলবন্দর: এ স্থলবন্দরের রুট হলো স্বাধীনতা সড়ক (মেহেরপুর-মুজিবনগর-চাপড়া-কৃষ্ণনগর সড়ক) সড়কপথ। এ বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি করা যাবে, সেগুলো হলো- মাছ, সুতা, গুঁড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code ০৭০১.৯০.১৯ ও ০৭০১.৯০.২৯) ছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১৪/ডি/কাস/৭২, তারিখ : ২৯-০৪-৭২ এর টেবিলের পার্ট-ঠও এর অধীনে সুনির্দিষ্টকৃত ওজনের

মালামাল এবং প্যাসেঞ্জার ব্যাগেজ (Passengers baggages)।

বিএনপির সংসদ সদস্য হারুন পদত্যাগ করবেন আজ

সংসদ সদস্য পদ থেকে বৃহস্পতিবার (২২ ডিসেম্বর) পদত্যাগ করবেন বিএনপি থেকে নির্বাচিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ। বেলা ১১টায় জাতীয় সংসদের স্পিকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কথা রয়েছে তার।

বিষয়টি বিএনপির প্রেস উইং সদস্য শামসুদ্দিন দিদার নিশ্চিত করেছেন।

চলতি একাদশ জাতীয় সংসদে বিএনপির সাতজন সংসদ সদস্য ছিলেন। ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় বিএনপির বিভাগীয় জনসভা থেকে তারা পদত্যাগের ঘোষণা দেন। গত ১১ ডিসেম্বর বিএনপির ৬ সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেন। এরইমধ্যে সংরক্ষিত নারী আসন ছাড়া অন্য ৫টিতে উপনির্বাচনের তারিখও ঘোষণা করা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ওই সময় হারুনুর রশীদ বিদেশে থাকার কারণে পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেননি।

সূত্র: ইত্তেফাক

দায়িত্ব নিয়েই টেণ্ডার বিতর্কে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান

মেহেরপুর জেলা পরিষদের গাছ বিক্রয়ের দরপত্র জমা দিতে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন সিডিউল ক্রেতারা। এ কাজে জেলা পরিষদের নবাগত চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালামের কারসাজি বলে তারা

অভিযোগ করেছেন।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা পরিষদ চেয়াম্যানের দাবী করেছেন তিনি নতুন লোক। তার গায়ে কাদা লাগানোর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

এ ঘটনায় আব্দুল লতিফ নামের এক সিডিউল ক্রেতা মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবসহ বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ দিয়েছেন।

জানা গেছে, মুজিবনগর-দর্শনা সড়কের ১৩৯টি ও মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের একটি মেহগনীসহ মোট ১৪০টি গাছের বিক্রয়ের দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিলো গতকাল ২০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার দুপুর ১টা পর্যন্ত। জেলা পরিষদ কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং পুলিশ সুপার কার্যালয়ে দরপত্র বাক্স রাখার কথা। জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বক্স থাকলেও পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এ দরপত্র জমা দেওয়ার কোন বক্স ছিলো না বলে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে। পুলিশ সুপার কার্যালয়ে ওই একই সময়ে বিআরডিবির আরেকটি টেণ্ডার জমা কাজ থাকায় সেখানে নতুন কোন বক্স ছিলো না। তবে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে বক্স স্থাপন ও কোন দরপত্র জমা পড়েনি বলে একটি চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। আর এ কাজটি পাওয়ার জন্য ২৯ জনের নামে ১৮ টি সিডিউল বিক্রি হয়। কিন্তু ১৮টির মধ্যে মাত্র ২টি সিডিউল জমা পড়ে।

লিখিত অভিযোগ থেকে জানা গেছে, জানা গেছে, কিন্তু আব্দুল লতিফ নামের এক সিডিউল ক্রেতা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দরপত্র জমা দিতে গেলে জেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট যান এবং সেখানে টেণ্ডার জমা দিন। তিনি সে মোতাবেক জেলা পরিষদের টেণ্ডার বাক্সে টেণ্ডার জমা দিতে গেলে টেণ্ডার বাক্সের কাছে থাকা স্থানীয় কিছু দুর্ধর্ষ, দাঙ্গাবাজ ব্যক্তি সিডিউল জমা দিতে দেয়নি। একই সঙ্গে গালাগালি ও ধাক্কাধাক্কি শুরু। এসময় দায়িত্বরত পুলিশকে জানালেও তারা কোন কর্ণপাত করেনি।

জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, আমার পক্ষে আব্দুল লতিফ টেণ্ডার জমা দিতে এসেছিলেন। এ কাজে ৫টি লট মিলে এক কোটি ৯ লাখ টাকা সিডি করেছি। কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি বাইরের দুজন সিডিউল জমা দিয়েছেন। কিন্তু সিডিউল জমা দিতে গেলে বর্তমান চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালামের ভাড়াটিয়া দূর্বৃত্ত তৌহিদ, নাসির, আয়ুব, রানাসহ কয়েকজন বাঁধা দেয় এবং ধস্তাধস্তি

করে।
তিনি অভিযোগ করে আরো বলেন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছিলাম তিনি কোন সমাধান দেননি। যখন শেষ সময় পর্যন্ত জমা দিতে না পেরে ডিডিএলজি মহোদয়ের নিকট অভিযোগ দিতে গেলে তিনি অভিযোগও নেননি।

একই অভিযোগ করেছেন জেলা পরিদের সাবেক সদস্য আলমাস হোসেন শিলুও। তাকেও সিডিউল জমা দিতে হয়নি বলে জানান তিনি।

মেহেরপুর সদর থানা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনু অভিযোগ করে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, কুষ্টিয়া মিরপুরের মালিথা এন্টারপ্রাইজের হয়ে ১২টা ৪০মিনিটে এসপি অফিসে টেণ্ডার ড্রপ করতে যায়। সেখানে কোন বক্স না পেয়ে জেলা প্রশাসককে ফোন দিলে তিনি অভিযোগ দিতে বলেন। সেখানে না পেয়ে আমি আর কোথাও যায়নি। সময়ের ব্যাপারে তিনি বলেন, এসপি অফিসের সিসি টিভি ফুটেজ দেখলেই বুঝা যাবে।

জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর আলিফ রেজা মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, পুলিশ সুপার কার্যালয়ের একজন দেরি করে গিয়ে সিডিউল জমা দিতে পারেননি এমন অভিযোগ পেয়েছি। তবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বা জেলা পরিষদে সিডিউল জমা দিতে পারেননি এমন কোন অভিযোগ পাননি।
তিনি আরো বলেন, পুলিশ সুপার কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের টেণ্ডার বক্স থেকে কোন সিডিউল পাওয়া যায়নি। তবে জেলা পরিষদের টেণ্ডার বক্স থেকে ২ সেট সিডিউল পাওয়া গেছে। আগামী ২ জানুয়ারি মূল্যায়ন কমিটির সভা থেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। তার আগে কোন মন্তব্য করা যাচ্ছে না।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, টেণ্ডার জমা দেওয়া নিয়ে কোন রকম ধস্তাধস্তি বা বাঁধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেনি। তিনি পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, নির্ধারিত সময়ের পরে টেণ্ডার ড্রপ করতে গিয়ে তারা জমা দিতে পারেনি বলে অভিযোগ পেয়েছি। তিনি বলেন, জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এসপি অফিসে ছিলো। কেউ যদি আওয়াজ দেয়, জমা দেব জমা দেব, আমাকে টাকা দেও। কিছু কাগজ নিয়ে যদি বলে আমাকে টাকা দাও, আমি কি কাউকে টাকা দেওয়ার ক্ষমতা রাখি? এসপি অফিসে বক্স ছিলো না উত্তরে তিনি বলেন ছিলো এবং স্বপক্ষে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের একটি চিটিও দেখান। তিনি বলেন, আমি নতুন লোক, আমার

‘বছরের প্রথম দিনই সব শিক্ষার্থী পাবে নতুন বই’

শিক্ষা খাতে সরকারের অগ্রাধিকারের কথা তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, ‘বর্তমানে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় কাগজ, কালিসহ পুস্তক তৈরির সব উপকরণের দাম লাগামহীন। এমন পরিস্থিতিতেও শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকারে রেখেছে সরকার। এজন্য জানুয়ারি প্রথম দিনই দেশের সব শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া হবে।’

মঙ্গলবার (২০ ডিসেম্বর) নাটোরের অনিমা চৌধুরী মিলনায়তনে বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে দীপু মনি আরও বলেন, ‘আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কোমলমতি শিশুদের কথা বিবেচনা করে বছরের প্রথম দিনই তাদের হাতে বই পৌঁছে দিয়েছে। এমনকি বিগত করোনা মহামারিকারী সময়ও অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের হাতে জানুয়ারির ১ তারিখে বই তুলে দেওয়া হয়েছে।’

তিনি জানান, সব প্রতিষ্ঠানে জ্ঞাননির্ভর শিক্ষা চালুর ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন– শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল কুদ্দুস, রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল, নাটোর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সাজেদুর রহমান খান, মুক্তিযোদ্ধা শিরিন আক্তার ও নাটোর নবাব সিরাজ উদ দৌলা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম।

সূত্র: ইতেফাক

সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুর উত্থান , অত:পর…

জামায়াত-বিএনপি পরিবার থেকে উঠে এসে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আলোচিত-সমালোচিত তরুন উদীয়মান রাজনীতিক সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান শিপু। গেল মঙ্গলবার অনলাইন জুয়ায় জড়িত অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করার পর তার সম্পর্কে বেরিয়ে এসেছে বিচিত্রি সব তথ্য। কেউ বলেছে শিপু দানশীল ও পরপোকারী, কেউ বা বলেছে গরীবের বন্ধু, কারো কারো মুখে অনলাইন জুয়াড়ী, টেণ্ডারবাজ, নিয়োগ বাণিজ্যর হোতা। শিপুর সম্পর্কে মানুষের মধ্যে অনেক কিছুই অজানা। অনেকেই বলছে কেই এই শিপু? কিভাবে তার উত্থান এই নিয়ে চলছে নানা আলোচনা আর সমালোচনা। কোটি কোটি টাকার মালিক শিপুর অর্থ সম্পদ হলো কিভাবে? বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লাখ লাখ টাকা খরচের উৎস কি?

গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নের আড়পাড়া গ্রামের ফরাজি পাড়ার এক কৃষক পরিবারের সন্তান সাহিদুজ্জামান শিপু। বাল্যকালে ১৯৯৪ সালের ২৯মে সাহিদুজ্জামান শিপুর পিতা আব্দুল কুদ্দুস, দাদা আলতাফ হোসেন মোল্লা ও দুই চাচা চরমপন্থিদের নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হয়। শিশু বয়সে বাবাকে হারিয়ে মায়ের কোলে বেড়ে ওঠে। শিপুর দাদা জামায়াত ইসলামের অন্যতম নেতা ছিলেন। বাপ-চাচারা করতেন বিএনপি। শিপুর নানা আওয়ামী লীগের সক্রিয় রাজনীতিক ছিলেন। পারিবারিক নিরাপত্তার কারনে কারনে শিশু শিপুকে নিয়ে তার মা চলে আসেন গাংনীতে। মামা সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মরহুম কামরুজ্জামান বুড়োর কাছেই লালিত পালিত হন শিপু। সংসারে তার লেখা পড়ার ব্যয়ভার বহনের জন্য সাবেক এমপি মকবুল হোসেনের কাছে নিয়ে যায় প্রয়াত ছাত্র নেতা কামরুজ্জামান বুড়ো। ছাত্র অবস্থায় জড়িয়ে পড়েন ছাত্রলীগের রাজনীতিতে। মকবুল হোসেনের আর্শিবাদে ছাত্রলীগের জেলা কমিটির সহসভাপতির পদ পান তিনি। রাজনীতির অঙ্গনে লড়াকু সৈেনিকর ভুমিকায় অভিভুত হয়ে সাবেক এমপি মকবুল হোসেন তার পার্সোনাল সেক্রেটারি

(পিএস) হিসেবে নিয়োগ করেন। সেই থেকেই বেপরোয়া হয়ে ওঠেন শিপু। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে বিত্ত বৈভবের মালিক হন তিনি। টেণ্ডারবাজি ও বিভিন্ন স্কুল কলেজের নিয়োগ বাণিজ্যর মূল হোতা হয়ে উঠে তরুণ শিপু। মকবুল হোসেন এমপির মাধ্যমে বিভিন্ন নিয়োগ ও টেণ্ডারবাজির সবটুকুই দেখভাল করতো শিপু।

সাবেক পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম সহ অনেককেই নানা ধরনের রোশানলে পড়তে হয়েছে তার কাছে। কথিত আছে মেয়র আশরাফুল ইসলামের কাছ থেকে নানা সময়ে অনেক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই সাহিদুজ্জামান শিপু। স্বার্থের টানা পোড়েনের কারনে এক সময় দুজনের মধ্যে শত্রুতা দেখা দেয়। সেই শত্রুতা দিনদিন দানা বেঁধে ওঠে। পরে আশরাফুল ইসলামের সার্থে সম্পর্কের ছেদ পড়ে। বর্তমান এমপি সাহিদুজ্জামানের বিপক্ষে বিভিন্ন সময় মিছিল মিটিং করতে দেখা যায় এই শিপুকে।

গেল জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামীলীগের প্রার্থী সাহিদুজ্জামান খোকন নির্বাচিত হলে মকবুল হোসেনের কাছ থেকে সরে এসে সাহিদুজ্জামান খোকনের আস্থা ভাজন হবার চেষ্টা করেন শিপু। এ চেষ্টায় সফলও হন তিনি। বিভিন্ন সময়ে প্রয়াত কামরুজ্জামান বুড়োর স্বরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যয় করেন লক্ষ লক্ষ টাকা। শিপুর সাজানো অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসানেরএমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। নিজ খরচে বিভিন্ন মানুষকে অর্থিকভাবে সহায়তা ছাড়াও দান খয়রাতে ব্যাপক পরিচিত পায় গাংনীসহ বিভিন্ন এলাকায়। নিজেকে আগামী দিনের গাংনী পৌর সভার মেয়র হিসেবে তৈরী করার আগাম প্রস্তুতি বটে। কিন্তু তার এই টাকা উড়ানোর বিষয়ে বিভিন্ন মহল আলোচনা সমালোচনা শুরু করে। কিভাবে এই বিত্ত বৈভবের মালিক হন। এই নিয়ে চলে বিত্তশালীদের মধ্যেও নানা গুঞ্জন। সাহিদুজ্জামান শিপুর কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিংবা আয়ের উৎস নেই অথচ কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন তা নিয়ে আলোচনা শুরু হলে প্রশাসনও নড়ে চড়ে বসেন। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের কাছে বিষয়টি খোলসা হয়। বেরিয়ে আসে অনলাইন জুয়ার চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। বর্তমানে শিপু হাজতবাসে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তজুড়ে এলাকাবাসী জানান, সাহিদুজ্জামান শিপুর দাদা আলতাব হোসেন স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সৃষ্ট চরমপন্থিদের আশ্রয় দুর্দান্ত দাপটে এলাকা অস্থির। সেসময় পুলিশ বেশ কয়েকজন চরমপন্থিকে গ্রেপ্তার করলে চরমপন্থিরা ফুঁসে ওঠে। পরে একই রাতে সাত জনকে জবাই করে হত্যা করা হয়। হত্যাকান্ডের শিকার সাত জনের মধ্যে জালশুকা গ্রামের তিনজনসহ

পেরেকটি মারতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। অনলাইন জুয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই কুটকৌশলের পখথটি রুদ্ধ। অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তার ব্যাক্তিগত কার্যালয় থেকে শিপুসহ আরো পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হলে তার অফিস এলাকা এখন সুনশান নিরবতা। এর শেষ দেখার অপেক্ষায় আছেন অনেকেই। শিপু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় বর্তমানে কারান্তরীণ। সহসা জামিন না পেলেও জামিনে যখন বের হবেন তখনও কি তার দাপট থাকবে, না কী শিক্ষা নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন তা দেখার অপক্ষোয় গাংনীবাসী।

এদিকে, শিপু আটকের পর তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পদধারী অনেক নেতা প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করেছেন। কিন্তু পুলিশ অনড় থাকায় কোন সুপারিশ কাজে আসেনি।
আজ রবিবার শিপুর রিমাণ্ড আবেদনের উপর শুনানী হওয়ার কথা রয়েছে।

দর্শনায় যথাযথ মর্যাদায় বিজয় দিবস পালন

বিজয়ের লাল ছুঁয়ে যাক মহাকাল।মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে দর্শনা পৌরসভার আয়োজনে যথাযথ মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে।

শুক্রবার ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৮ টায় দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগ, বিএনপি-সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, থিয়েটার গ্রুপ ও পেশাজীবি ২৮টি সংগঠন দর্শনা কলেজ মাঠে বিজয় দিবসের নানা কর্মসুচি পালন করেছেন।

এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিলো, সকাল সাড়ে ৮টায় দর্শনা কলেজ মাঠে নিজ নিজ সংগঠনের ব্যানার নিয়ে উপস্থিতি। সকাল ৯টায় জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা ও মুক্তিযুদ্ধের পতাকা উত্তোলন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দর্শনা পৌর আ.লীগের সহ সভাপতি রুস্তম আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড শহিদুল ইসলাম । জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পন। উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের

ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান।

এরপর উপস্থিত সকল সংগঠনের সদস্যদের শফত বাক্য পাঠ করান বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন। শফত বাক্য পাঠ শেষে প্রত্যেক সংগঠন এক সাথে র্যালী করে দর্শনা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদিক্ষন শেষে দর্শনা কলেজ মাঠে স্মৃতিস্তম্ভে পর্যায়ক্রমে সংগঠনগুলা পুস্পমাল্য অর্পন করেন।

এসব সংগঠনের মধ্যে ছিলো দর্শনা পৌরসভা, দর্শনা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটার, দর্শনা প্রেসক্লাব, দর্শনা সরকারী কলেজ, দর্শনা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, চুয়াডাঙ্গা আন্তঃ ট্রাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়ন, মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হিন্দোল সংগীত পরিষদ, দর্শনা গণ-উন্নয়ন গ্রন্থাগার, শান্তি নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্যামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরাণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,, দর্শনা ডি এস ফাযিল ডিগ্রী মাদ্রাসা, দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর মাধ্যামিক বিদ্যালয়, দর্শনা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাথাভাঙ্গা যুব সংঘ, পশ্চিম রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিন চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৌচাক সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, উপজেলা হিন্দু,বৈাদ্ধ ও খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ।

এ মহান বিজয় দিবসেপুস্পমাল্য অর্পন করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা আ.লীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু,বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মজনুর রহমান,দর্শনা সরকারী কলেজের ভারপ্রাপ্ত পিন্সপাল ড. মফিজুর রহমান,দামুড়হুদা যুবলীগের সভাপতি আঃ হান্নান ছোট,শেখ আসলাম আলী তোতা,আঃ মান্নান,ছাত্রলীগের পক্ষে পুস্পমাল্য অর্পন করেন রফিকুল ইসলাম ববি,নাহিদ পারভেজ,তোফাজ্জেল হোসেন তপু প্রভাত, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি বিএনপির পক্ষে পুস্পমাল্য অর্পন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জেলা বিএনপির সদস্য খাজা আবুল হাসনাত,দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট,সাংগঠনিক সম্পাদক নাহারুল ইসলাম।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ন সম্পাদক গোলাম ফারক আরিফ। সন্ধায় দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটারের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অপরদিকে দর্শনা কেরুজ চিনিকল কমান্ড পৃথক ভাবে পালন করেছে মহান বিজয় দিবস। সকালে কেরুজ ক্লাবমাঠে জাতীয় ও মুক্তিযোদ্ধা পতাকা

উত্তোলন, কেরুজ শ্রমিক ইউনিয়ন সংলগ্ন শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তম্ভক অর্পন করেন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর পক্ষে প্রতিষ্ঠানের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, কেরুজ চিনিকল কমান্ড মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে শিক্ষক বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেন, কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ ও সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান, সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সহ-সম্পাদক খবির উদ্দিন, কেরুজ উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ সহকারী শিক্ষকবৃন্দরা।

পরে কেরুজ ক্লাবমাঠে মুক্তিযুদ্ধো ও দেশ স্বাধীনতা লাভের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহ সংক্ষিপ্ত আলোচনার করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মহা-ব্যাবস্থাপক (অর্থ) মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, মহা- ব্যাবস্থাপক (ডিষ্ট্রিলারী) ফিদা হাসান বাদশা, মহা-ব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা,উপ-ব্যবস্থাপক (অর্থ) শেখ জাবেদ হাসান, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশা ও প্রশি) মাসুদ রেজা, প্রমুখ। এছাড়াও দিনব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচির মধ্যদিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়েছে।

কর্মসূচির মধ্যে রাত ১২টা ১ মিনিটে চিনিকল মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের ৩৩বার তোপধ্বনী, বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের মিষ্টি বিতরণ, মসজিদ, গীর্জা ও মুন্দিরে প্রার্থনা,হাসপাতাল রোগীদের ফলমূল বিতরণ, চিনিকল কর্মকর্তা, শ্রমিক-কর্মচারী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে প্রীতি ভলিবল প্রতিযোগীতা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগীতা ও পুরুস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এছাড়া বিজয় দিবসে কেরুজ জেনারেল অফিস, ডিষ্টিলারী কারখানা, কেরুজ ক্লাব ও ইউনিয়ন অফিস আলোকসজ্জা করা হয়েছে। সবশেষে সন্ধায় কেরুজ ক্লাব মাঠে সাংস্কৃতিক সন্ধার আয়োজন করা হয়।

জীবননগরে নানা আয়োজনে মহান

বিজয় দিবস উদযাপন

৩১বার তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে জীবননগরে মহান বিজয় দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। সকালে শহীদ বেদিতে জীবননগর উপজেলা প্রশাসন,উপজেলা আওয়ামীলীগ,পৌরসভা,ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

পরে জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামানের সভাপতিত্বে জীবননগর থানা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজি হাফিজুর রহমান,উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্র, জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেক, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান প্রমুখ।